ইসলামী আদালত
(৩)
দাসী সর্বনাশী

আব্দুল হামীদ মাদানী

সঊদী আরবের প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে দাসী আছে। কোন কোন বাড়িতে ২/৩টে দাসীও আছে। মহিলারা বিলাসিতার কারণে দাসী রাখে। বাপ-মা বুড়িয়ে গেছে, তাদের জন্য স্পেশাল দাসী ও নার্স। অবশ্য অনেকে প্রয়োজনের তাগীদেও দাসী ব্যবহার করে।

দাসী যেমন মহিলার সুখের মাসী, তেমনি সর্বনাশীও। তার একাধিক সর্বনাশিতার কথা আমি আমার 'আদর্শ পরিবার ও পরিবেশ' বইয়ে তুলে ধরেছি। তার মধ্যে চুরি অন্যতম। শহর-বাজারে দাসীর মাধ্যমে চুরি-চামারির কথা প্রত্যেক খবরের কাগজে প্রায় লক্ষ্য করা যায়।

আল-মাজমাআর এক ভদ্রলোক নতুন বাড়ি তৈরি করলেন। বাড়ির যত ইলেক্ট্রিক কাজ ছিল, সব করল এক বাঙালী ইলেক্ট্রিশিয়ান। তার কথাবার্তা ভদ্রোচিত মিষ্টি-মিষ্টি, ব্যবহার অতি অমায়িক। বাড়ি-ওয়ালার সাথে তাই বেশ খাতির জমে উঠেছিল। নতুন বাড়িতে বাস করার পরেও কোন ইলেক্ট্রিক কাজ পড়লে তাকে ডেকেই করাত। বাড়ির বৈঠকখানায় বসে চা-কফিও খেত।

এই সুযোগে তার আলাপ হয় বাড়ির ইন্দোনেশী দাসীর সাথে। আপোসের মাঝে মোবাইল নম্বর বিনিময় হয়। মাঝে ফাঁকে প্রেমালাপও হয়। বিয়ের ওয়াদা হয়। তবে তার আগে 'ইয়ে'র সুযোগ ঘটেনি বলে তাদের দাবী।

জানি না, লোভী মানুষের মনে কিভাবে চুরির পরিকল্পনা এসেছিল। প্রেমিক-প্রেমিকা মোবাইলে তার নীল নক্সা তৈরি ক'রে রেখেছিল। কথা ছিল, 'পুরো ফ্যামিলি কোথাও গেলে আমাকে খবর করো।'

অপেক্ষার দিন গুনতে গুনতে একদিন পরিবারের লোক দাসীসহ শাকরা শহর কোন আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গেল। বাড়ি তালাবন্ধ। কিন্তু দাসী কথামতো প্রেমিককে জানিয়ে দিল এবং সেই সাথে কোন্ রুমে সোনা-দানা ও রিয়াল আছে তাও জানিয়ে দিল।

বাড়ির প্রত্যেক রুম প্রেমিকের নখদর্পণে। সে দু'জন বন্ধুকে নিয়ে রাত্রি ১টা নাগাদ মই নিয়ে বাড়িতে পৌঁছে গেল। রাতের অন্ধকারে মই লাগিয়ে প্রাচীর টপকে ভিতরে গিয়ে ভিতরে মই লাগিয়ে ঠিক সেই রুমের জানলার লোহার রড লোহা কাটা করাত দিয়ে কেটে ফেলে রুমে প্রবেশ ক'রে এটাচি-ভর্তি সোনা ও রিয়াল নিয়ে বেড়িয়ে এল।

কিন্তু এ ৪০ ভরি সোনা ও ৬০ হাজার রিয়াল রাখবে কোথায়? বাড়ির পাশে একটি পোড়ো জায়গা ছিল, সেখানে গাছের ঝোঁপ ছিল। কিছু টাকা বের ক'রে নিয়ে বাকী সবকিছু অন্ধকারে তারই নিচে বালিতে দাফন ক'রে দিল।

এ দিকে বাড়ি ফিরে বাড়ি-ওয়ালা দেখল জানালা ভাঙ্গা, বিউটি-কেস এটাচি ও রিয়ালের বান্ডিল গায়েব। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে ফোন করল। পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করল।

--কাউকে সন্দেহ করেন?

--না।

পুলিশের নজর পড়ল দাসীর প্রতি। তারা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করল। তার মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হল। নানা জিজ্ঞাসাবাদের পর গত রাতের রিসিভড্ নম্বরের খেই ধরে পুলিশের চাপে দাসী বলতে বাধ্য হল, 'গতকাল সন্ধ্যায় অমুক আমাকে ফোন করেছিল এবং জানতে চেয়েছিল, আমরা কোথায়? তবে চুরির ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না।'

'অমুক' বলতে বাঙালী ইলেক্ট্রিসিয়ান। ধরা পড়ে গেল সে। মাল বের ক'রে আনা হল। কিন্তু তার সহযোগী দুই বন্ধু হাওয়া হয়ে গেল।

কেস এল কোর্টে। দাসীকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'তোমার সাথে ওর কি সম্পর্ক? ও তোমার নম্বর পেল কিভাবে? কতদিন থেকে তোমরা আপোসে কথাবার্তা বল?'

দাসী বলল, 'ও আমাকে ভালবাসে। বাড়িতে দেখা হলে নম্বর নেওয়া-দেওয়া করেছিলাম। প্রায় এক বছর থেকে আমরা কথা বলি।'

--চুরির ব্যাপারে তুমি কি ওর সহযোগিতা করেছ?

--জী না। আমাকে কেবল জিজ্ঞাসা করেছিল, আমরা কোথায়? সেই খবর নিয়ে যে বাড়ি প্রবেশ করবে, তা আমার অজানা ছিল?

--তোমরা কি কোনদিন আপোসে মিলিত হয়েছ?

-- না না, কেবল কথাই বলেছি।

--কি কি কথা বলতে?

--এই ভাল-মন্দ। ভালবাসার কথা। ও আমাকে বিয়ে করতে চায়, বাংলাদেশে নিয়ে যেতে চায়..... ইত্যাদি।

--বাঃ! আর চুরির ব্যাপারে কোন আলোচনা?

--জী না। এ ব্যাপারে আমি জড়িত নই।

--তোমার বেতন তো বেশি নয়। মোবাইলের খরচ যোগাও কিভাবে?

--ওই আমার মোবাইলে ব্যালেন্স ট্রান্সফার ক'রে দিত।

আসামীকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে দেখল, ডুবলে আমি একা কেন ডুবি। ভালবাসার মিথ্যা মহল যখন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল, তখন সেই মহলের পালঙ্ক বাঁচিয়েই বা লাভ কি? সুতরাং সে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিল, 'ও আমাকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছে। এটাচি কোন্ রুমে থাকে তা আমি কিভাবে জানব? কথা ছিল, এর পর আমরা ফিরে গিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় ওর বাড়িতে উঠে ওকে বিয়ে করব।'

-- জানলা ভেঙ্গে রুমে প্রবেশ ক'রে সোনা ও রিয়াল চুরি করার কথা তুমি স্বীকার করছ।

--না ক'রে কি উপায় আছে হুজুর? তবে রুমের ভিতরে আমি ঢুকিনি। বাইরে জানলার ধারে মইয়ের উপর আমি অপেক্ষা করছিলাম। আমার বন্ধু অমুক---সেই ঢুকেছিল।

--রুমে যে প্রবেশ করেছিল, সে কোথায়?

--আমি জানি না। সে মাজমাআহ ছেড়ে পালিয়ে কোথায় গেছে, তা কেউ জানে না। তার মোবাইলও বন্ধ আছে।

কাযী সাহেব সবশেষে তাকে কয়েক মাস জেল ও চাবুকের সাজা শুনিয়ে দেশ থেকে বিদায় নেওয়ার কথা শুনিয়ে দিলেন। দাসীকে পাঠানো হল মহিলা-হাজতে।

বুঝা গেল, যে রুমে প্রবেশ করেছিল, সে ধরা পড়লে তারই হাত কাটা যাবে। কিন্তু এ যাবৎ সেই মামলার জন্য আর আমাকে ডাকা হয়নি। সে ধরা পড়লে হয়তো বা যে শহরে ধরা পড়বে, সেই শহরে তার বিচার হবে অথবা অন্য কিছু।

বৈঠক শেষে কাযী সাহেব বাড়ি-ওয়ালাকে বলেছিলেন, 'আপনারা এত ঢিলা কেন? এ বাড়ির কেউ নয়, কিছুক্ষণ কাজের জন্য এসে দাসীর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হল কিভাবে?'

আমি মনে মনে বললাম, 'চঞ্চলমতী ঘরনারীকেই যখন শাষণের বেড়ায় রাখা যায় না, তখন পরনারীকে কিভাবে রাখবে? যার চুল নেই, তার কি মাথা নেড়ার ভয় থাকবে?'